কালের কণ্ঠ

14 NOV 2013 ৩ ২

নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঢাবিতে বেপরোয়া নিরাপত্তা বাহিনী

রফিকুল ইসলাম ▶

দেশের চলমান রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে পুলিশের বেপরোয়া আচরণের শিকার হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, 'পুলিশ দুঃখ প্রকাশ করেছে।' কিন্তু এসব ঘটনায় কোনো বিচারের ব্যবস্থা হয়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আটক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রক্টরিয়াল বডি ব্যর্থ হলে পুলিশের সাহায্য চাইতে পারে প্রশাসন। কেবল তখনই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বারবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার ব্যত্যয়ের ব্যাপারে ঢাবি প্রশাসন কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে প্রশাসন বিচারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেও, তা এখনো আলোর মুখ দেখেনি।

সর্বশেষ গত শনিবার রাতে ঢাবির শহীদুল্লাহ হলের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করেছে পুলিশ। এতে সাত শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাবির পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের শহীদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি আমিনুল ইসলামও রয়েছেন। অনেক বহিরাগত ব্যক্তির বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো নিয়ে ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বহিরাগতদের সংঘর্ষের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। ঢাবি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও সুষ্ঠু বিচার দাবি করতে থাকেন। প্রক্টর সেখানে গিয়ে সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলেও শিক্ষার্থীরা তাঁদের অবস্থানে অটল থাকেন। পরে ঢাবির ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী বলেন, 'এ ধরনের হামলা করার কোনো এখতিয়ার নেই। পুলিশের হামলার বিষয়টি মৌখিকভাবে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।'

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'পুলিশের গুলি চালানো ঠিক হয়নি। তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রমনা জোনের ডিসি মারুফ হোসেন বলেন, 'পুলিশ গুলি করতে পারে না। কিন্তু কেন গুলি করেছে, বিষয়টি দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এর আগে গত ৫ সেপ্টেম্বর চানখাঁরপুলে মার্কেট দখলকে কেন্দ্র করে ঢাবি শিক্ষার্থী-ব্যবসায়ী-স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেখানে পুলিশের লাঠিপেটা ও রাবার বুলেটের আঘাতে ২০-২৫ জন আহত হয়। গুলিবিদ্ধ হন চয়ন। ঢাবি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার অভিযোগে একটি মামলা করেন শিক্ষার্থীরা। ওই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন ও চার পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে। তবে পরে ওই মামলার আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। ঢাবির প্রক্টরও এ ব্যাপারে লিখিত কোনো তথ্য পাননি বলে জানান।

এখানেই শেষ নয়, গত ১ এপ্রিল জগন্নাথ হল থেকে একটি মামলার আসামি হিসেবে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী সুব্রত অধিকারীকে উঠিয়ে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। একুশে হলে পুলিশের গুলিতে আহত হন ঢাবির আরেক শিক্ষার্থী মাসুদ। এসবই ঘটে ঢাবি প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে। ঘটনার শিকার শিক্ষার্থীরা বিচার দাবি করলেও কোনো সুফল পাননি।